গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৪৪৪

তারিখঃ ০৯ আশ্বিন ১৪২৫
২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৪/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৪/৯/১৮

(মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার)
উপসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, মেকানিক্যাল/টেকনিক্যাল সার্ভিস/পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ জোন
৯. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন, সওজ অধিদপ্তর
১৩. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd || date: 2018-09-26

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

আগস্ট ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ৯.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।	৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হল।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার আগস্ট'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**	(ক) সওজ অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাটি কতদিন যাবৎ এবং কী কারণে পেন্ডিং তা আগামী সভায় অবহিত করতে হবে। (খ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ৪২ টি মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) বিআরটিএ'র ১৭টি অনিষ্পন্ন মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	জুলাই' ১৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	আগস্ট'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১	-	০১	০১	-	০১	০	
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০১	-	০১	০০	-	-	০১	
বিআরটিএ	১৪	৩	১৭	০০	-	-	১৭	
বিআরটিসি	৪৪	১	৪৫	০৩	-	০৩	৪২	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-	
মোট	**৬০**	৪	**৬৪**	০৪	-	০৪	**৬০**	

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে জুলাই ২০১৮ মাস পর্যন্ত ০১টি মামলা চলমান ছিল। আগস্ট ২০১৮ মাসে মামলা রুজু না হওয়ায় ও ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় চলমান কোনো বিভাগীয় মামলা নেই।

৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার আগস্ট ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	আগস্ট ২০১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ১৪টি মামলার আদেশ/নির্দেশনা/রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪টি মামলার মধ্যে সওজ এ ১০টি, বিআরটিএ-তে ০৪টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।						
সওজ	৩১৮৮	১৭	৩২০৫	০৭	০৪	০৩	৩১৯৮
বিআরটিএ	২৩৬	০৬	২৪২	০০	০০	০০	২৪২
বিআরটিসি	৮৬	০১	৮৭	০০	০০	০০	৮৭
ডিটিসিএ	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
মোট	৩৫১১	২৪	৩৫৩৫	০৭	০৪	০৩	৩৫২৮

	ক. যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) সভায় জানান যে, (১) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। সওজ অধিদপ্তরের বিপক্ষে আদেশ হওয়া ৩টি মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) সওজ অধিদপ্তরের বিপক্ষে আদেশ হওয়া ৩টি মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

www.rthd.gov.bd Update: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জোনে বিপুল সংখ্যক মামলা পেডিং থাকার কারণ, মামলার ধরণ ও মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে ২৬/০৭/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের ওপরও সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(২) সওজ অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক মামলার পেডিং থাকার কারণ, মামলার ধরণ ও মামলার সঠিক সংখ্যা নিরুপনে গৃহীত পদক্ষেপ আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(৩) জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ৪৬টি কনটেম্পট মামলা ছিল। বিবেচ্যমাসে ০২টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৪৮টি। বর্তমানে ৪৮টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(৩) কনটেম্পট মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)
	(৪) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা ২৯টি। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ১৩টি (সওজ-০৯টি, বিআরটিএ-০৪টি) এবং ২য় ও ৩য় শ্রেণির ১৬টি (সওজ -১১, বিআরটিএ -০৫টি) মামলা রয়েছে।	(৪) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ২৯টি মামলার জবাব সঠিকভাবে দাখিল করতে হবে।	
	খ. বিআরটিএ : জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৩৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। আগস্ট ২০১৮ মাসে ০৬টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৪২টি।	বিবেচ্য মাসে মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ সভাকে জানাতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : বিআরটিসি'র সবচেয়ে পুরানো ৫০টি মামলার সর্বশেষ অবস্থার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট মামলাসমূহের নিস্পত্তির কার্যক্রম অগ্রাধিকার দিয়ে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞ আদালতে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। আগস্ট ২০১৮ মাসে ১টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ৮৭টি।	বিবেচ্য মাসে মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ সভাকে জানাতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর মামলাসমূহ পরিচালনার নিমিত্ত রাষ্ট্রপক্ষের আইন কর্মকর্তার পাশাপাশি ০১ (এক) জন বেসরকারি আইনজীবি নিয়োগের বিষয়ে অর্থ বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পাওয়া গিয়েছে। Public Procurement Act-2006, Public Procurement Rules-2008 এবং Delegation of Financial Power, 2015 অনুসরণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিটিসিএ'র জন্য ০১ (এক) জন বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম বিধিমোতাবেক দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিস্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮	০৫	০২	০১	-	০৮	-	০৮
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৭২	১,১০৪	৫,৭৫৮	৬১০	১০	৭,৪৮২	০৯ (সাঃ) ০৪ (অঃ)	৭,৪৬৯
ডিটিসিএ	১৮	০৮	০৯	০১	-	১৮	-	১৮
বিআরটিসি	৩,৭২৭	২,৫০০	১,১৩৬	৯১	-	৩,৭২৭		৩,৭২৭
বিআরটিএ	২৬১	৪৬	২১৫	-	২	২৬৩	০৫ (সাঃ)	২৫৮
ডিএমটিসিএল	০৭	০৬	০১	-	-	০৭	-	০৭
মোট	১১,৪৯৩	৩,৬৬৯	৭,১২১	৭০৩	১২	১১,৫০৫	১৮	১১,৪৮৭

উপসচিব (অডিট) জানান যে, জুলাই ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৪৯৩। আগস্ট ২০১৮ মাসে ১২টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত এবং ১৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৪৮৭টি।

	(ক) উপসচিব (অডিট) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশিট জবাব ইতোমধ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৯/০৮/২০১৮ তারিখে মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিভাগের ৩টি অগ্রিম অনুচ্ছেদের বিষয়ে আলাপ করা হয়েছে এবং আপত্তিসমূহের ব্রডশিট জবাব পুনরায় মহাপরিচালকে দেয়া হয়েছে।	(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

(খ) দপ্তর/সংস্থার জুলাই'১৮ মাসের দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্য নিম্নরূপ:

অডিট সংক্রান্ত সভা		দ্বি-পক্ষীয় সভা		ত্রি-পক্ষীয় সভা		
দপ্তর/সংস্থা	সভা	আলোচিত (অনু)	সুপারিশ (অনু)	সভা	আলোচিত (অনু)	সুপারিশ (অনু)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	-	-	-	-	-	-
সওজ অধিদপ্তর	২	২২	৭	৪	৬৮	৫১
বিআরটিসি	১	১৫	১৩	-	-	-
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	-
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-

যুগ্মসচিব (অডিট ও বাজেট), ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত ২৭/০৮/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ-কে পত্র দেয়া হয়েছে। বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সংখ্যা যাচাই- বাছাই এর জন্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যাচাই-বাছাই কাজের সুবিধার্থে পূর্ত অডিট হতে বিআরটিসি হতে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেছে। এছাড়া, সওজ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য ৩০/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী-কে পত্র দেয়া হয়েছে। উপসচিব (অডিট) জানান অডিট ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারে এন্ট্রিকৃত তথ্যানুসারে সওজ অধিদপ্তরের মোট অনিষ্পন্ন খসড়া আপত্তির সংখ্যা ২২০টি। অপরদিকে সওজ অধিদপ্তর হতে প্রেরিত মাসিক বিবরণী অনুযায়ী মোট খসড়া আপত্তির সংখ্যা ৬১০টি। এছাড়া, খসড়া আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকার কারণে অবসরপ্রাপ্ত অনেক প্রকৌশলীর পেনশন কেইস দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্পন্ন রয়েছে। উপসচিব (অডিট) অবহিত করেন অবসর গ্রহণের পূর্বে যদি কর্মকর্তাদের এ আপত্তির সংখ্যা আগেই জানানো যায় তা হলে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া সম্ভব।

(খ) (১) বিআরটিএ হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র ২৫/০৯/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) (২) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সংখ্যা যাছাই- বাচাই এর জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং বিআরটিসি'র প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে।

(খ) (৩) অডিট ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারে এন্ট্রিকৃত খসড়া আপত্তি এবং মাসিক বিবরণী অনুযায়ী খসড়া আপত্তির সংখ্যার পার্থক্যের বিষয়ে আগামী ৩০/০৯/২০১৮ তারিখের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।

(খ) (৪) অবসর গ্রহণের পূর্বেই কর্মকর্তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।

চেয়ারম্যান, বিআরটি/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

৫. **পেনশন কেইস:**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২৬	০২	২৮	০৪	২৪	
বিআরটিসি	১১৯	১২	১৩১	-	১৩১	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৪৯**	১৪	**১৬৩**	০৪	**১৫৯**	

ক.সওজ:

উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে অডিট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ

খ. বিআরটিসি:

চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তবে বিবেচ্য মাসে কোনো গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।

প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** **যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখা) জানান,** খসড়া **সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** সংসদ সচিবালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অর্থবিলটিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণের নিমিত্ত ২৯/০৮/২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	খসড়া সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণের নিমিত্ত অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন/অর্থনৈতি ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখা
	খ. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ অতিরিক্ত সচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়ার উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির ৩য় সভা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনের লক্ষ্যে আইনের কপি দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর কপি আগামী সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	ঘ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং মোটরযান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য আবেদন আহবান করা হলে এ যাবত ৮টি প্রতিষ্ঠান হতে আবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি অবহিত করেন রাইডশেয়ারিং নীতিমালা জারি করার পরও তা কার্যকর হচ্ছেনা। ফলে জনসাধারণ কাংক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকারের রাজস্ব অর্জন ব্যহত হচ্ছে। নীতিমালা না মানলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। নীতিমালায় কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যন, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(১) প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে নীতিমালার আওতায় আনতে হবে। (৩) নীতিমালায় কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	গ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮: অতিরিক্ত সচিব জানান, ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি ইজারাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ১২/০৯/২০১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) (১) ঠিকাদার কর্তৃক ৬৫ টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা চলমান আছে। মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপণ চলছে। এছাড়া, প্রধান প্রকৌশলী জানান, মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যার বিষয়টি বৃক্ষপালনবিদকে দায়িত্ব দেয়ার বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। (খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত এবং পরিদর্শনের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (ক) (৩) মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (খ) পরিদর্শনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি)/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এবং নির্দেশনার বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রস্তাব ০৬/০৯/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে প্রস্তাবটি এখনও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় পাওয়া যায়নি। প্রস্তাবটি সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাই করে দেখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে সওজ হতে প্রেরিত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় পাওয়ার পর প্রস্তাবটি যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	(ঘ) প্রধান প্রকৌশলী জানান, রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের (রাজবাড়ী অংশে) উভয় পার্শ্বে সওজ মালিকানাধীন গাছ অবৈধভাবে কর্তন প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখার মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগপত্রের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি তদন্তকরণের নিমিত্ত ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের কপি তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখার পাওয়া গিয়েছে এবং নথি উপস্থাপন পর্যায়ে রয়েছে মর্মে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন।	(ঘ) রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে রোপিত গাছ কর্তনের বিষয়ে জড়িত সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদনের আলোকে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
	(ঙ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছসমূহের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ৩১/০৮/২০১৮ তারিখে উক্ত মহাসড়ক পরিদর্শনকালে দেখা যায় ভালুকা পর্যন্ত অংশে গ্যাপ ফিলিং সম্পন্ন করে শক্ত খুঁটি পুন:স্থাপন করা হয়েছে। ভালুকার পরের অংশে গ্যাপ ফিলিং চলছে। ছাড়া, মহাসড়কের ভরাডুবা থেকে জয়দেবপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত সড়কের খুলে যাওয়া স্লাব লাগানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একই মহাসড়কের ৮২তম কিলোমিটারের পরের অংশের খুলে যাওয়া স্লাব লাগানোর জন্য ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।	(ঙ) (১) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) (২) উক্ত মহাসড়কের ৮২তম কিলোমিটারের পরের অংশের খুলে যাওয়া স্লাব লাগানোর জন্য ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
৮.	**পরিদর্শন বাংলোর যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের লক্ষ্যে কক্ষ বরাদ্দ সংক্রান্ত অনুসরণীয় নীতিমালা ও ভাড়ার হার নির্ধারণে সম্মতি প্রদানের জন্য ২০/০৫/২০১৮ তারিখ অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ হতে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়। তথ্য সংগ্রহ করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধভাবে স্থাপিত স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট/আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ ও বিবাদ (Dispute) নিরসণের লক্ষ্যে গত ০৫/০৬/২০১৮ তারিখ পরিকল্পনা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। অত:পর পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক গত ১৭/০৭/২০১৮ তারিখ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।	(খ) প্রজ্ঞাপন সংশোধনের বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগ ও ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, জেলা পরিষদের মাধ্যমে সওজের অনুকূলে হস্তান্তরকৃত যে সব জায়গা এখনও সওজের নামে রেকর্ড করা হয়নি যে সব জায়গা চিহ্নিত করা এবং সওজের অনুকূলে হস্তান্তরের গেজেট সংগ্রহপূর্বক রেকর্ড সংশোধনীর মামলা করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(গ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান- (ক) ১৪/০৮/২০১৮ তারিখ ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন মিরপুর-গাবতলী সড়কের পার্শ্বস্থ কল্যাণপুর, দারুস সালাম টাওয়ার সংলগ্ন বড় সায়েক মৌজাস্থিত সিএস ১৬৮(অংশ) নম্বর দাগে সওজ অধিদপ্তরের ভূমিতে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা ৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১.০৩ শতাংশ ভূমি উদ্ধার করে ঢাকা সড়ক বিভাগকে বুঝে দেয়া হয়।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়

www.rthd.gov.bd | Date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	১৫-১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নেত্রকোনা সড়ক বিভাগাধীন ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট (নেত্রকোনা অংশ) সড়কের ২২তম কিলোমিটারে শ্যামগঞ্জ রেলক্রসিং এলাকায় সওজ অধিদপ্তরের ভূমিতে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা ২০০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ২.০০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। (খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, কল্যাণপুর সড়ক উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা স্থাপনা/অবকাঠামো উচ্ছেদ/অপসারণ করার জন্য ১৩/০৮/২০১৮ তারিখ নির্ধারিত থাকলেও ডিএমপি থেকে পুলিশ ফোর্স মোতায়েন না করার কারণে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।	(খ) অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	
	ঢাকা জোন: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ০১/০৮/২০১৮ তারিখ পটুয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন পটায়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিড়া মহাসড়কের ৩য় কিলোমিটার এ হেতালিয়া কাঁধঘাট বাজারে সড়কের উভয় পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ১৯০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৩৮.০০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৫০ কোটি টাকা। ০২/০৮/২০১৮ পটুয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন আমতলী-খেপুপাড়া-কায়াকাটা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে বাধেঁর বাজার এবং ৪০তম কিলোমিটারে কায়াকাটা বাজার অংশে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে অধিগ্রহণকৃত ৩৮টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ০.৫০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৫ কোটি টাকা। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২জন কর্মচারিকে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কৈফিয়তের জবাবও উক্ত কর্মচারিগণ দাখিল করেছেন। এ ব্যাপারে উক্ত কর্মচারিদের বিরুদ্ধে কী ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী অভিযুক্ত ২(দুই) জন কর্মচারীর উচ্ছেদ কাজের বাধা সৃষ্টি করার স্বপক্ষে কোনরূপ প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি বিধায় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকাকে ০৬/০৯/২০১৮ তারিখে অবহিত করেছেন।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এজেন্ডা নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা যায়।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ২৮/০৮/২০১৮ তারিখ খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদে বেগম সিফাত মেহনাজ (সিনিয়র সহকারী সচিব)-কে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাঁর যোগদানপত্র গ্রহণপূর্বক উক্ত পদে প্রেষণে পদায়নের আদেশ ০৩/০৯/২০১৮ তারিখে জারি করা হয়েছে। সভায় নবযোগদানকৃত এস্টেট কর্মকর্তাকে তাঁর কার্যপরিধি সম্পর্কে ধারণা এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়।	কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	চট্টগ্রাম জোন: চট্টগ্রামে জোনের আওতায় সওজ অধিদপ্তরের জায়াগায় গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	<u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u> (১) ক চেয়ারম্যান (বিআরটিএ) জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। ১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ হতে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ২৯৬৩টি মামলার মাধ্যমে ৪৩,০৪,৭৫০ (তেতাল্লিশ লক্ষ চার হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৫৭টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ১৬৮জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। (১) (খ) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ০২/০৭/২০১৮ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে ৮ জন কর্মকর্তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। (২) অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ/ফিটনেসবিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের নিমিত্ত বুয়েটেসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা/মতবিনিময় করে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য ২৭/০৬/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জবাব প্রাপ্তির পর উপস্থাপন করা হবে।	(১) (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসে ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (১) (খ) অবশিষ্ট কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ/ ফিটনেস বিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচলের বিষয়ে বুয়েটেসহ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সভা করে মতামত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১০.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহাসড়কের পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গা হতে ৮০টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে।	ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে চাহিদাপত্র সংগ্রহপূর্বক এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১১.	**সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাগার এর নতুন জনবল কাঠামো তৈরি করা :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজনের বিষয়টি একীভূত করে সওজ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের বিষয়ে ০৫/০৬/২০১৮ ও ১২/০৭/২০১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	দ্রুত সভা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
১২.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান, (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৫০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টির মধ্যে ২৭৫টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে অবশিষ্ট ৪০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ: <table><tr><td rowspan="2">মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্য</td><td rowspan="2">মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন</td><td colspan="2">নিলাম সংক্রান্ত</td></tr><tr><td>বিক্রিত</td><td>বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন</td></tr><tr><td>১৭৩</td><td>১৭৩</td><td>১০৯টি</td><td>৬৪</td></tr></table> বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন ৬৪টি গাড়ীর মধ্যে ৫২টির নিলাম বিক্রয়ে প্রক্রিয়াধীন অবশিষ্ট ১২টি গাড়ীর নিলাম কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। (গ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য একটি রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার জন্য টেকনিক্যাল ডিপিপি প্রস্তুত করে ২২/০৭/২০১৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (ঘ) ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ১৪টি সড়ক বিভাগে শেড রয়েছে। ৪০টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন এবং ১১টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। (ঙ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি ০৩/০৬/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ২৯/০৭/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অদ্যাবদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি। কার্যবিবরণীর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) অমেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে বিধি অনুযায়ী তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। (গ) রি-সাইক্লিং যন্ত্র ক্রয়ের ডিপিপি'র ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন তা সম্পন্ন করতে হবে এবং যে সকল সড়ক বিভাগ উদ্যোগ নেননি তাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে। (ঙ) সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	খ. বিআরটিএ: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান- (১)সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, বিআরটিএ'র টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণের সম্মতি প্রদানের জন্য ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৮/১২/২০১৭ তারিখে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সুস্পষ্ট না হওয়ায় এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এর সভাপতিত্বে আগামী সপ্তাহে একটি সভা করে শীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হবে।	(১) সভা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)

www.rhd.gov.bd || date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রতি মাসে ৫ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারক করতে হবে। (খ) পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)(নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত স্টীকার ও সংশ্লিষ্ট বাসের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। (৩) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করার জন্য বিআরটিএকে ৩০/০৭/২০১৮ তারিখে একটি নির্দেশনামূলক পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, চট্টগ্রাম বিভাগে গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। (২) গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা যাবে না। (৩) চট্টগ্রাম বিভাগে এ কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ দ্রুত শুরু করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি /বিআরটিএ সংস্থাপন)
১৩.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক ৩৫টি পদ সৃজনের নিমিত্ত পদভিত্তিক রাজস্বখাতে পদ সৃজনের প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ২৬/০৭/২০১৮ তারিখে কোয়ারী করা হয়েছে। কোয়ারীর জবাব প্রেরণের জন্য ১৬/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।	সওজ অধিদপ্তর হতে কোয়ারির জবাব সংগ্রহপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে কোয়ারী করা হয়েছে। কোয়ারীর জবাব প্রেরণের জন্য ২৭/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।	সওজ অধিদপ্তর হতে কোয়ারির জবাব সংগ্রহপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গত ১৪/০৩/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হলে কতিপয় তথ্যাদি চাওয়া হয়। চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের বিআরটিএকে পত্র প্রেরণ করা হয়। বিআরটিএ হতে তথ্যাদি না পাওয়ায় ৩০/০৭/২০১৮ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তথ্যাদি প্রাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি বিআরটিএ হতে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঘ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারি সচিব (বিআরটিএ) জানান, মোটযান ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য Competancy Test বোর্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা প্রশাসন হতে নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে এবং বোর্ডে উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সম্মানি প্রদানের বিষয়ে বিআরটিএ হতে কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	(ক) জেলা প্রশাসন হতে নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (খ) Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঙ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অফিস বা বসার ব্যবস্থা ও সহযোগি স্টাফ পদায়ন সংক্রান্ত: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োজিত এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানকৃত জোনের (ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ) কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত অফিস কক্ষ বরাদ্দসহ সহযোগি স্টাফ পদায়ন/দায়িত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ-কে ৩১/০৭/২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী জানান ইতোমধ্যে সকল জোন অফিসকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য অফিস কক্ষ বরাদ্দসহ সহযোগি স্টাফ পদায়ন/দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
১৪.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৫৯,০০,০০০/- (ছয় কোটি উনষাট লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আগস্ট/১৮ মাসে ডিএসএল বাবদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) **চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান,** Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের জন্য অপারেটর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। (২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, বিআরটিসিসহ অন্যান্য বাসে র‍্যাপিড পাস চালুর উদ্যোগ অব্যাহত আছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নতুন এসি বাসে Rapid Pass চালুর ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (৩) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারের Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (৪) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১৯ জুলাই ২০১৮ তারিখ ডিটিসিএ এর সভা কক্ষে ডিটিসিএ, বিআরটিসি, জাইকা এবং ক্লিয়ারিং হাউজ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিআরটিসি বাসে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার সম্পর্কিত অনুষ্ঠিত সভায় বিআরটিসি থেকে জানানো হয় যে, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) (ক) ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি ও উপযোগী অন্য গাড়ীতে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) (খ) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (৪) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস
	গ. বিআরটিএ এবং ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : **বিআরটিএ:** **প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান,** নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক বিভাগ ও বিআরটিএ'র প্রতিনিধি প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় লিফট, জেনারেটর এর কমিশনিং কাজ চলমান রয়েছে। লিফট, জেনারেটর এর কমিশনিং কাজসহ আনুসাংগিক কার্যাদি সম্পন্ন হলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অথবা মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতিক্রেম বিআরটিএ'র নব-নির্মিত ভবন উদ্বোধন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে।	দ্রুত সময়ের মধ্যে ভবন উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ডিটিসিএ : প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। ফাউন্ডেশনের সকল Shored পাইল ও সার্ভিস পাইলসহ অন্যান্য সকল পাইলের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে বেইজমেন্টের মাটি কাটার কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১৪.৯৮%। সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক।	ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং)
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প এর অধীনে ১৯৫,৩৪,৫৬,০০০.০০ (একশত পঁচানব্বই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা ব্যয়ে সওজ অধিদপ্তরের ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। বাস্তব অগ্রগতি ৬২%। আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৮০%। অবকাঠামোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ফিটিং এর কাজ চলমান আছে।	সওজ অধিদপ্তরের ভবনের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অক্টোবর ২০১৮ মাসে উদ্বোধনের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অধিদপ্তর

www.rhd.gov.bd || date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. বেইলী ব্রীজ ধ্বসে পড়া: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (১) সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিতকরণ, ব্রীজের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে মর্মে ৬৫টি সড়ক বিভাগ সওজ অধিদপ্তরকে অবহিত করেছেন। সড়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ০৬/০৬/২০১৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৬৫টি সড়ক বিভাগের সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড লাগানোর ছবি আগামী সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিত নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ডের ছবি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	(২) ওভার লোডেড যানবাহনের কারণে ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ সংক্রান্ত মামলা উপযুক্ত প্রমানাদিসহ যথাযথ নিয়মে দায়ের করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ওভার লোডেড গাড়ির কারণে ধসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজ সংক্রান্ত মামলার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এডভোকেট এর সাথে যোগাযোগ করে মামলার আরজি সম্পর্কে জেনে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং) জানান ধসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজ ১১টি ব্রীজের বিষয়ে যথাযথ নিয়ম অনুসরণে ইতোমধ্যে ১০টি মামলা হয়েছে, ১টি মামলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। আগামী সভার পূর্বে ১টি মামলা দায়ের নিশ্চিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। উপযুক্ত প্রমানাদিসহ যথাযথ নিয়মে মামলা দায়েরের বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থাকে) সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(২) (ক) ওভার লোডের কারণে ধসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজরে বিষয়ে দায়ের করা মামলা গুলির মধ্যে একটি নথি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (২) (খ) উপযুক্ত প্রমানাদিসহ যথাযথ নিয়মে মামলা দায়ের করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	ঙ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টর এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে প্রদানকৃত বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বগুড়া বাস ডিপোর বকেয়া পাওয়ানা ও বকেয়া আদায়ের বিষয়ে আগামী সভার পূর্বে একটি প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(১) (ক) বিআরটিসি'র সকল ধরণের বকেয়া আদায়ে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) আগামী সভার পূর্বে বগুড়া বাস ডিপোর বকেয়া পাওয়ানা ও বকেয়া আদায়ের বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	(২) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) জানান, বিআরটিসি'র বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়ার বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনের অলোকে কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ বিষয়ে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতেবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতেবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	চ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক/মহাসড়কের গুনগতমান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে তারিখ ও সময় নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(১) চলতি মাসে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে তারিখ ও সময় নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, আগস্ট , ২০১৮ খ্রি: সময়ে মধ্যে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তী মাসে আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।	(২) রোড সেফটি বিষয়ে ১০ অক্টোবর ২০১৮ সময়ের মধ্যে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	ছ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরীর লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, এইচডিএম সার্কেলের কার্যালয় হতে সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস এবং সর্বশেষ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণের জন্য সকল সড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। সড়ক বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এন্ট্রির কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সড়ক/মহাসড়কের Online ভিত্তিক Index তৈরীর নিমিত্ত তথ্য এন্ট্রির জন্য ইন্টারফেজ তৈরীর কাজ MIS সেলের অধীন প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সড়ক বিভাগসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি এন্ট্রির কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং RHD web-site এ সংযুক্ত করা হয়েছে। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, শীগ্রই অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে Indexটির ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।	প্রতিটি সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরির কাজ সমাপ্ত করতে হবে। আগামী সভায় এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

www.rthd.gov.bd || date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	জ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে ১২/০৬/২০১৮ মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঝ. সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে ২৪-২৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জেলা প্রশাসক সম্মেলনে এজেন্ডভুক্ত ছিল। জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিত আহবানপূর্বক এর কার্যক্রম জোরদার করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হিসেবে গন্য করে আগামী সভা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঞ. অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মাসিক সভা/ মাসিক সমন্বয়র সভা সংক্রান্ত: প্রত্যেক অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা নিয়মিতভাবে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন এবং সভার কার্যবিবরণীর কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কোন তারিখে সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয় তা প্রতিবেদনে উল্লেখ্য করার জন্য সংস্থা প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয় এবং সময়ন্ব সভার কার্যপত্রে এ বিষয়ে ছক আকারে তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভাপতি গুরুত্বারো করেন।	(ক) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাকে নিয়মিতভাবে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অগ্রগতি প্রতিবেদনে সভার তারিখ উল্লেখ করতে হবে। (গ) সমন্বয় সভার কার্যপত্রে এ বিষয়ে ছক আকারে তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিস)
	ট. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান- (১) সওজ অধিদপ্তরে কর্মরত ২৬৬৭ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিকে রাজস্ব খাতে সংস্থাপনে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালায় বয়সসীমা শিথিল সংক্রান্ত বিশেষ বিধান সন্নিবেশ প্রস্তাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ/পরামর্শ পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবটি ভেটিং এর জন্য ১০/০৯/২০১৮ তারিখে লেজিসেলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) সওজ অধিদপ্তরে কর্মরত যে সকল ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্বখাতে নিয়মিত হওয়ার লক্ষ্যে রীট মামলা করেছে তাদের বিষয়ে মাননীয় আদালতের রায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হয়। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আদালতের রায় বাস্তবায়নে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) আদালতের রায় বাস্তবায়নে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	ঠ. সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): দেশের সমুদ্র নির্ভর সম্পদ যেমন সামুদ্রিক মৎস, সমুদ্রের অভ্যন্তরের খনিজ সম্পদ, সমুদ্রের তলদেশের সম্পদরাজী আমাদের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখতে পারে। সামুদ্রিক সম্পদ কিভাবে আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার করণীয় নির্ধারণ ও সুনিল অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের অভিমত ব্যক্ত করেন। এতে এ বিভাগের জনাব মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান ও বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট, সওজ-এর সমন্বয়ে একটি উপস্থাপনার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আগামী সভার পূর্বে সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) এর ওপর একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট
	ড. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** উপসচিব (বাজেট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী এ বিভাগসহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ১৫/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে APA বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তিনি এ বিষয়ে আক্টোবর ২০১৮ তারিখে ১ম সপ্তাহের মধ্যে ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ করেন। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের কোন কোন বিষয়ে সমস্য রয়েছে এবং কি কি বষয়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে রয়েছি তা সুনির্দিষ্ট করে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সভায় জনাব মোক্তাদের হোসেন, উপসচিব (বাজেট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)

www.pd.gov.bd || date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(APA) এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকা সুনির্দিষ্ট বিষয়/এজেন্ডা নিয়ে সংশিষ্টদের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।	
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি অধিশাখা) জানান, চলতি প্রান্তিকে এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হল: ➢ স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ ➢ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ➢ স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ ➢ দুদকে স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ এবং তা কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ ➢ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন ➢ পিপিএ ২০০৬ এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৮-১৯) এর ১ম প্রান্তিকে অন্তর্ভুক্ত ২.২ ক্রমিকের 'কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২; সরকারি কর্মচারি আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন' এবং ২.৩ ক্রমিকের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে 'কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান' কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন করার জন্য সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রান্তিকের অবশিষ্ট কার্যক্রম চলতি মাস (সেপ্টেম্বর ২০১৮) এর মধ্যে শেষ হবে। এছাড়া এ বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ১ম প্রান্তিকের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৮-১৯) অনুযায়ী সকল কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কাম্য। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোন্ কোন্ বিষয় পিছিয়ে রয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) চলতি অর্থবছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-২০১৯) ১ম প্রান্তিকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনায়ভূক্ত লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকা সুনির্দিষ্ট বিষয়/এজেন্ডা নিয়ে সংশিষ্টদের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যেগ নিতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(৩) Grivance Redress System - GRS : (ক) ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, আগস্ট ২০১৮ মাসে এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ০৯টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। পূর্বের মাসের অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ছিল ০৪টি। মোট ১৩টি অভিযোগের মধ্যে ১২টির জবাব দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট (১৩-১২)=১টি অভিযোগ সওজ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট। ০১টি অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে দাখিল করা হয়েছে	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(৪) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : **iBAS -2** সিস্টেম ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালকদের অর্থ বিভাগ হতে ID ও Password প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ID ও Password ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম জোনে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদান করেন। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন)কে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	iBAS-2 সিস্টেম ব্যবহার বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম জোনের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৫) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (অডিট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ১২/০৮/২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পিছিয়ে থাকা বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে তা সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে সভাপতি উপসচিব (অডিট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মক্রম অব্যাহত রাকতে হবে। (খ) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পিছিয়ে থাকা বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে তা সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-09-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নব..
	(৬) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/কোম্পানির সকল শাখা হতে মাসে কমপক্ষে ৫টি ই-নথি উপস্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দপ্তর/সংস্থার প্রতিটি শাখা হতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নথি উপস্থাপনের জন্য সভায় আলোচনা হয় এবং প্রতি মাসে শাখার তালিকাসহ শাখায় উপস্থাপিত ই-নথির সংখ্যা উল্লেখপূর্বক তথ্য ছকে প্রেরণের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন।	প্রতি মাসে শাখার তালিকাসহ শাখায় উপস্থাপিত ই-নথির সংখ্যা উল্লেখপূর্বক দপ্তর/সংস্থা হতে তথ্য ছকে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব অধিদপ্তর/কর্তৃক্ষ/ সংস্থা প্রধান সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(৭) ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮: অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করে অক্টোবর ২০১৮ মাসে ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ কে সামনে রেখে আমাদের প্রস্তুতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আমরা প্রতিটি জেলায় এবং ক্ষেত্র বিশেষ উপজেলায় আমাদের অংশগ্রহণ থাকবে। এ লক্ষ্যে তিনি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস প্রধানদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পরামর্শ প্রদানের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ করেন। স্টল বরাদ্দ ও মেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদানের জন্যও দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ করেন। এছাড়া, এ বিষয়ে তদারকি ও সঠিক পরামর্শ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টীম প্রধান ও জোন প্রধানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনেরও অনুরোধ করেন।	৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ এর প্রস্তুতি ও মেলায় অংশগ্রহণের বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস প্রধানদের দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ সংস্থা প্রধান/ মনিটরিং টীম প্রধান (সকল)/জোন প্রধান (সকল)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৩/০৯/২০১৮
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd || date: 2018-09-26